দৈনিক ইনকিলাব

0 2 JUN 1989
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ কলাম ৭ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চাকুরীতে প্রবেশের বয়স বাড়ানোর প্রয়োজন নেই

—সরকারী দল

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি বেকার সৃষ্টির কারখানা

—বিরোধী দল

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

সংসদ কার্যক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সেশন জট কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এ অবস্থায় চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন চাকুরীতে প্রবেশের বয়সের উচ্চ সীমা আরো শিথিল করা হলে নতুন নিয়োগ প্রাপ্তরা প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সময় কম পাবে। এটা সমীচীন হবে না। জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল জাতীয় সংসদে সরকারী চাকুরীতে প্রথম প্রবেশের উর্ধ্বতন বয়সসীমা ২৭-এর পরিবর্তে ৩২ বছর করা সংক্রান্ত স্বতন্ত্র সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম মনির উত্থাপিত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপর আলোচনার সমাপ্তি টানছিলেন।

আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে বাতিল হয়ে যায়।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

চাকুরীতে প্রবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সিদ্ধান্তের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আ, স, ম, আবদুর রব বলেন, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি বেকার সৃষ্টির কারখানা। দেশে আজ ৬০ লাখের উর্ধ্বে শিক্ষিত বেকার। এরা সমাজের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যে শিক্ষায় একজন ছাত্র আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর আহবান জানান। তিনি বলেন, একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছরে বের হতে হয়। সেশন জটের জন্য চাকুরীর বয়স শেষ হয়ে যায়। এ জন্য কি ছাত্র দায়ী না এটা সরকারের ব্যর্থতা। জনাব রব বলেন, দেশের বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১২ লাখ ৫৭ হাজার ৭শ' ৮৪টি পদ আছে এর মধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪শ' ৫৭টি পদ এখনো খালি। তিনি বলেন, আমরা পুরাতন ধ্যান-ধারণার লেজুড়বৃত্তির ছাত্র আন্দোলন চাই না। আমরা চাই চীনের ন্যায় ছাত্র আন্দোলন। বিরোধী দলীয় নেতা সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি গ্রহণের আহবান জানান।

জাসদের (সিরাজ) জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন কোন সরকারের পক্ষেই সব ছাত্রকে চাকুরী দেয়া সম্ভব নয়। ছাত্ররা যাতে শিক্ষা জীবন শেষে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে তজ্জন্য উৎপাদনমুখী, কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা জীবন শেষে শতকরা ৫ জনও চাকুরী পায় না। তিনি বলেন, দেশে হাজার হাজার পদ খালি কিন্তু এগুলো পূরণ করা হচ্ছে না। প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব নূরুল ইসলাম মনি বলেন, দেশের তরুণ সমাজকে সুকৌশলে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমরা আমাদের তরুণ সমাজের কাছে কোন দিক-নির্দেশনা দিতে পারিনি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা ছাত্ররা চাকুরী পায় না অথচ অবসরপ্রাপ্তদের চাকুরী দেয়া হচ্ছে। জনাব মনি বলেন, মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার লিপ্সায় তরুণদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। দেশে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে দৈনিক যে অর্থ লেনদেন হয় তার চেয়ে বেশী ঘুষের লেনদেন হয়। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর আহবান জানান।